ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ২য় সংখ্যা

১৮ মাঘ ১৪২২, ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য হিরন্ময় অ্যালামনাই মেলবন্ধন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাবি হিরন্ময় অ্যালামনাই মেলবন্ধন উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু বাঙালির পৃথক জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন – উপাচার্য

প্রাণের টানে পুরনো বন্ধু-সতীর্থদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সমবেত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীরা। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ দিনব্যাপী উদযাপিত হয় এই 'হিরন্ময় অ্যালামনাই মেলবন্ধন ২০১৬'। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সকালে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

উদ্বোধনের পর স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নেন প্রাক্তণ শিক্ষার্থীরা। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকীবউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য অধ্যাপক মিসবাউল বাহার চৌধুরী (১৯৩৮ ব্যাচ)। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ এবং অ্যাসোসিয়েশনের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী সদস্য ড. আফিয়া দিল (১৯৪২ ব্যাচ)। সংগঠনের মহাসচিব দেওয়ান রাশিদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সেলিনা খালেক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোল্লা মো. আবু কাওসার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমবেত অ্যালামনাইদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে বর্তমান আর আগামী বাংলাদেশের সম্পর্কের মেলবন্ধন সৃষ্টি হলো। আজকের পৃথিবীতে উন্নয়নের নানা মাপকাঠি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হলো ভালোবাসা। দেশকে ভালোবেসেই মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন আমাদের ৩০ লাখ মানুষ। আর এ ভালোবাসা

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-২০১৬ অনুষ্ঠিত

স্বপ্ন বড় না হলে বড় অর্জনেরও সম্ভাবনা থাকে না – উপাচার্য

বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি আয়োজিত জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-২০১৬'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২২ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, নবীন প্রজন্মের এই কিশোর-তরুণদের স্বপ্ন দেখতে হবে, বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন যদি বড় না হয় তাহলে অনেক বড় অর্জনেরও সম্ভবনা থাকেনা, হয়না বড় সাফল্য অর্জন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলে, সুস্থ চিন্তা সম্পন্ন যুক্তিবাদী জাতী গঠনে তিনি বিজ্ঞান চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ধরনের বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আয়োজন জাতীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা দেশের সব মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়া, জাতির প্রগতিশীল মনন গড়ে তোলা। তিনি ছড়ার ছন্দে বলেন, 'প্রযুক্তি প্রগতির পথ বলে গণ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে সব মানুষের জন্য।'

অলিম্পিয়াডে বিভাগীয় পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩০টি কেন্দ্রে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। সৃজনশীল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয় প্রায় ৩শ ৫০ জন শিক্ষার্থী। গতকাল শুক্রবার চূড়ান্ত পর্বে কলেজ গ্রুপ থেকে ২৭ জন এবং স্কুল গ্রুপ থেকে ৫২জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। কলেজ গ্রুপ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীরা হচ্ছে যথাক্রমে নিউ গভর্ণমেন্ট ডিগ্রি কলেজের নাঈম সিদ্দিকী, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মোহাম্মদ রায়হান এবং নটর ডেম কলেজের সোহাম ইরাতিজা স্বপ্নিল। স্কুল গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীরা হচ্ছে যথাক্রমে সেন্ট জোসেফ হাই স্কুলের ইরতিজা ইরান, দিনাজপুর জেলা স্কুলের আল আমরু ইরনে মারুফ এবং খুলনা জেলা স্কুলের সাদমান নাফিস।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড গত ২২ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। সমকাল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী।

দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে – উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণস্থ ঐতিহাসিক বটতলায় গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ 'আমাদের সচেতনতাই পরিবর্তনের শক্তি' শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাবি ক্যাম্পাসে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রাস্তাঘাটসহ সকল স্থানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দরকার। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। আজকের যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হলো তা আমাদেরকে প্রতিদিন চালিয়ে যেতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ বছরব্যাপী এই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনকে উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে থাকায় আমরা গর্বিত। ঢাকা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান এবং ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এ্যাডভোকেট এম এ হামিদ খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ক্যাম্পাস, ক্লাসরুম, ঘর-বাড়ি, অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। আজকের যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হলো, তারও সফল ও সার্থক নেতৃত্ব প্রদান করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, হাজারও সমস্যার মাঝেও এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় সামাজিক বন্ধন, যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

উদয়ন স্কুলে ডিজিটাল কার্যক্রমের উদ্বোধন

তথ্য-প্রযুক্তি সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে – উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডিজিটাল কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য এবং উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. উম্মে সালেমা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: মামুনুর রশিদ, সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠান ফোর

ডি কমিউনিকেশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তথ্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বমানের নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সারাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জাতি এর সুফল পেতেও শুরু করেছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের প্রত্যেক স্কুলকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনতে চায়। ইতোমধ্যেই দেশের ২হাজার মাধ্যমিক স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব এবং ল্যাংগুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ইতোমধ্যেই অটোমেটেড করা হয়েছে। ক্লাস ম্যানেজমেন্ট, রুটিন তৈরি, ফলাফল তৈরি ও প্রকাশ, উপস্থিতি, পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ঢাবি ক্রিমিনোলজি বিভাগের ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ৩য় ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: জিয়া রহমানের নেতৃত্বে নবাগত শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবিতে উপাচার্যের সাথে শিক্ষার্থীদের তাঁর বাসভবন প্রাঙ্গণে দেখা যাচ্ছে।

ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ৩য় ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনাকে ধারণ করতে হবে এবং সমাজে আরো বেশি অবদান রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

পরে শিক্ষার্থীদের দিনব্যাপী ক্যাম্পাস পরিভ্রমণের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জিমনেজিয়াম, কার্জন হল, শহীদ মিনার, টিএসসি, মেডিকেল সেন্টার ও উপাচার্যের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে জানানো হয়। এরপর টিএসসিতে ঐতিহ্যবাহী ২০ টাকার দুপুরের খাবারে শিক্ষকদের সাথে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। অপরাহ্নে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: জিয়া রহমানের নেতৃত্বে নবীন শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। সবশেষে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধসহ নানা ইতিহাসের সাক্ষী মধুর ক্যান্টিনে।

অধ্যাপক ড. এ কিউ ফজলুল ওয়াহিদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. এ কিউ ফজলুল ওয়াহিদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ফজলুল ওয়াহিদ ছিলেন একজন মেধাবী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক। দর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। শিক্ষকতা, জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনের উপর তিনি কাজ করে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন চর্চা ও গবেষণা বিষয়ে তিনি যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ফজলুল ওয়াহিদের জন্ম ১৯৪৭ সালে সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি ১৯৬২ সালে এসএসসি, ১৯৬৪ সালে এইচএসসি ও ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৬৮ সালে একই বিভাগ থেকে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ভারতের আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ১৯৮৩ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগে ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অবসর গ্রহণ করলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভাগে অনারারি অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। 'মওলানা আজাদ ও তাঁর ইসলামতত্ত্ব : গবেষণা সমীক্ষা' ছিল তাঁর সর্বশেষ গবেষণাকর্ম। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র ছেলে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি বিভাগের চেয়ারম্যান ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোবিন্দ দেব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন।

এম এ আজিজের প্রতি উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এ আজিজের মরদেহে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এম এ আজিজের ছিল সাহসী ভূমিকা। পঁচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড পরবর্তী দুঃসময়ে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংগঠিত করতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনন্য সেনানী হিসেবে এম এ আজিজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁর পিতা পুরান ঢাকার বিলুপ্ত পঞ্চায়েতের নেতা পেয়ারু সরদার ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় প্রথম শহীদ মিনার তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন।

উল্লেখ্য, এম এ আজিজ রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। দুইটি জানাজা শেষে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

খোন্দকার নূরুল আলমের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাবি দর্শন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশিষ্ট সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী খোন্দকার নূরুল আলম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, একুশে পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত খোন্দকার নূরুল আলম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুন্দর সম্মিলন ঘটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গীতে এক নতুনধারা তৈরি করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্র হয়েও তিনি ভালোবেসেছিলেন সঙ্গীতকে। তাঁর জীবনাচার থেকে এ প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীতাঙ্গনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। উপাচার্য খোন্দকার নূরুল আলমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

লে. জেনারেল (অব:) জেএফআর জ্যাকব-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে রণাঙ্গনের অকুতোভয় ভারতীয় সেনাপতি লে. জেনারেল (অব:) জ্যাকব রাফায়েল জ্যাকবের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, জেনারেল জ্যাকব তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় চিফ-অব-স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সমর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মুসাবিদা করেছিলেন জেনারেল জ্যাকব। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী বাহিনীকে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত করতে তাঁর যে অবদান, বাঙালি জাতি তা চিরদিন স্মরণ রাখবে।

১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল জ্যাকব একজন দক্ষ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। পাকিস্তান বাহিনীর বিপর্যয়ের শুরুতে তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূ-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা দখল করে পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন দু'টি গ্রন্থ 'স্যারেন্ডার ইন ঢাকা, বার্থ অব এ নেশন' এবং 'অ্যান ওডেসি ইন ওয়ার অ্যান্ড পিস'। গ্রন্থ দু'টিতে বর্ণিত হয়েছে একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা।

জেনারেল জ্যাকব গতকাল ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ বুধবার সকালে দিল্লীর একটি সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১৯২৩ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। তিনি ১৯৪১ সালে ১৮ বছর বয়সে বৃটিশ-ভারতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জেনারেল জ্যাকব ভারতের গোয়া ও পাঞ্জাব রাজ্যের গভর্ণরের দায়িত্বও পালন করেন।

বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের ২৭ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে অবদানপ্রাপ্ত বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা জানায়। সেসময় জেনারেল জ্যাকবও রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে গ্রহণ করেন 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা'। বাংলাদেশ সফরকালে জেনারেল জ্যাকব বলেছিলেন, "মুক্তিযোদ্ধা ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অসাধারণ বীরত্বের সুবাদেই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ।"

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আলতাফ মাহমুদ ছিলেন একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিককে হারালো, একই সাথে এ পেশায় নিয়োজিত অন্যরা হারালো তাদের একজন অভিভাবক। সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন এবং সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। উপাচার্য আলতাফ মাহমুদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র সম্বলিত "ছবি কথা বলে" শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৫৮জন মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৫৮জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৪ জন ছাত্র এবং ৪৪জন ছাত্রী এই এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সায়েদুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সত্যকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধার সঙ্গে সততার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সুমাইয়া চৌধুরী, মাইমুনা কাজী, আফরোজা নাসরীন, মো. বায়েজিদ হোসেন, সুমা আকতার, মাহবুব আরা মাওলা, সুস্মিতা কর্মকার মুনমুন ও মনিরা আকতার ইভা, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মাহিন মুহিদ, নাসিমা আখতার, ফাতিহা নূর, সুমা আকতার, আনিকা বিনতে আজাদ, ইফ্‌ফাত আরা রহমান, হালিমা আকতার, মাধুরী পাল, নওরোস ইসলাম, নুসরাত জেরিন ও নাঈমা আকতার তিশা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের আসমাউল হুসনা, অনিন্দিতা রানী ভৌমিক, নাজিয়া নওরীন মুমু, আফরোজা হক, সামিহা নওরীন, সাহিদা আফরোজ, সানিয়া সেলিম স্বর্ণা, সায়মা আফরিন, উপমা আইচ, সুমন দেবনাথ, মো. মাহবুব আলম, অভিজিৎ কুমার মণ্ডল, শ্যামা তালুকদার, সাদিয়া চৌধুরী, আসমা আকতার ইভা, ফাতিমা তুজ জোহুরা, রোমানা সুলতানা রুম্পা ও মো. আবদুর রহমান, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ফারহানা তাসনিম চৌধুরী, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের মো. রহমত আলী, শামীমা নাসরীন, মো. সাদিকুর রহমান শুভ, সুমাইয়া শারমিন, মো. আবদুল্লাহ-আল-মান্নান, সাবেরা সায়মা, দীনা মেহজাবীন, রোকাইয়া সুলতানা, দিলরুবা আকতার, মো. হাসান-উজ-জামান, মো. তৌহিদুল ইসলাম তানিম, মো. সবুর আলী, মজিবুর রহমান, সুমন্ত চন্দ্র পাল, শাওরিন ইসলাম, নুসরাত নাহার ও সুমাইয়া জামান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের মো. ইনজা-মামুন হক এবং জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের সানজানা চৌধুরী অরিন এবং সালওয়া এম. মোস্তফা।

বঙ্গবন্ধু মানুষকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন - উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিখিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাঙালির পৃথক জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন।' ১৯২১ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অব্যাহতভাবে সত্যের সংগ্রাম করেছে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে জানান, সত্য প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় কাজ করে যাবে। উপাচার্য বলেন, আমরা অনেকে অনেক ধরনের পদে থাকতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা এখানকার শিক্ষার্থী। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মানে হল মাতৃসম প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসা।

মিসবাউল বাহার চৌধুরী বলেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবদান রেখে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। আমাদের সময়ে ছাত্রদের মধ্যে ছিল সহমর্মিতার সম্পর্ক, আর শিক্ষকরা আমাদের ভালোবাসতেন সন্তানের মতো। আমরাও তাদের শ্রদ্ধা করতাম বাবার মতো।' তিনি আরও বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো সত্যবাদিতার যুগ, অস্থিরতার যুগ এবং আশ্চর্য এক পরিবর্তনের যুগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একশ' বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে, এটা ভাবতেই খুব ভালো লাগছে।'

সভাপতির বক্তব্যে রকিবউদ্দীন আহমেদ বলেন, শতবর্ষ পূর্তির আগে ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তহবিল গঠনে ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে নারী বয়োজ্যেষ্ঠ অ্যালামনাই ১৯৪২ সালের ছাত্রী আফিয়া দিল বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেন কিছুটা আবেগাপ্লুতই হয়ে পড়েন। তিনি পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো স্মরণ করে বলেন, আজ মনে হচ্ছে সেই দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছি। সেই দিনে যে সব স্বপ্ন দেখতাম তা আজ পূরণ হয়েছে। জীবনে কি করলাম সেটি মূল কথা নয়, কি পেলাম সেটিই মূল।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সেলিনা খালেকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয় উদ্বোধনী পর্বের। এরপরই 'সেকালই ভালো ছিল একালের চেয়ে' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সেকালের হয়ে বিতর্কে অংশে নেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ড. অজয় রায় ও তালেয়া রেহমান। একালের হয়ে বিতর্কে অংশ নেন সঞ্জীব সাহা, নবনীতা চৌধুরী ও আল মামুন। সাবেক শিক্ষার্থীদের এই মিলনমেলা সন্ধ্যায় বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে - উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্জ্য অব্যবস্থাপনার কারণে অনেকেই এই শহরকে বসবাসের অনুপযোগী বলে থাকে। আমরা আমাদের এই প্রিয় শহরকে সারাক্ষণ ঘরের মত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে আগামী প্রজন্মকে উপহার দিতে চাই। আর সেজন্য শহরের প্রত্যেক নাগরিকই নিজেকে একজন মেয়র মনে করে এই দায়িত্ব পালন করবেন।

পরে মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ক্যাম্পাসে কয়েকটি ওভারব্রিজ নির্মাণ এবং ক্যাম্পাসের যে সকল স্থানে যানজটের সৃষ্টি হয়, তা দ্রুত নিরসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে উপাচার্যকে আশ্বাস দেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ব্রিটিশ উপদেষ্টা

যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জন ম্যাকগভার্ণ গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দক্ষিণ এশিয়া) এবং ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রধান মো. তৌহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। উপদেষ্টা জানান, যুক্তরাজ্য সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সেদেশে আরও উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে চায়। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য যুক্তরাজ্যে অর্থ, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও দক্ষ নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

কানাডিয়ান শিক্ষাবিদদ্বয়

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ড. সুনেরা থবানি এবং ব্রিটিশ ইনডিপেনডেন্ট স্কুলের ড. নাসরিন রেহমান গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে পারস্পরিক মত বিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বোম্বে (আইআইটি বোম্বে)-এর পরিচালক দেবাং ভি. খাখার-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১২ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক ড. রাজিব দুসান, অধ্যাপক ড. নারায়ণ রঙ্গরাজ, গৌতম সাহা এবং পুজা মিধা।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহিদ হাসান মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বোম্বে-এর মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিক হারে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ওপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনন্য অবদানের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জাপানী পরিবেশবিদদ্বয়

জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চার ড. ইউকিও তেরাও-এর নেতৃত্বে দুই পরিবেশবিদ গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের রিসার্চ এসোসিয়েট ড. শোহেই নমুরা। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কাউসার আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আরও সতর্কতার সাথে কাজ করার এবং কার্বন নিঃসরণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় জাপানী পরিবেশবিদরা বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়নে যে কার্যক্রম চলছে সে সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে পরিবেশ নিয়ে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব পাবলিক পলিসি'র অধ্যাপক ড. জন ভং গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম এবং প্রভাষক ইবনে আয়াজ রানা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের সুশাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক

অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষা গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক এবং স্কুল অব ল'-এর অধ্যাপক ড. দাউদ হাসান গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কাউসার আহাম্মদ এবং ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন পিএইচ.ডি গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ওশিয়ান গভর্ণন্যান্স সেন্টার" প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

জাপানের প্রতিনিধিদল

জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি এন্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. সুনিও নাকাজিমা'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন মাকুতো তেরাদা এবং তোশিহিকো সেতু।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনছারুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি এন্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার-এর মধ্যে ভাষা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাপানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিগ্‌গিরই এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তারা সম্মত হন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান।

ইউনিভার্সিটি অব মালয়-এর ডিন

মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়-এর আইন অনুষদের ডিন ড. যোহান সামসুদ্দিন বিন দাতো'জ এবং ডেপুটি ডিন নরবানি মুহম্মেদ নাজেরী গত ২২ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাস ভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের সুশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও আইন শিক্ষা বিষয়ে তারা মত বিনিময় করেন।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব মালয়-এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জন ম্যাকগভার্ণ গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ড. সুনেরা থবানি এবং ব্রিটিশ ইনডিপেনডেন্ট স্কুলের ড. নাসরিন রেহমান গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বোম্বে (আইআইটি বোম্বে)-এর পরিচালক দেবাং ভি. খাখার-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১২ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চার ড. ইউকিও তেরাও-এর নেতৃত্বে দুই পরিবেশবিদ গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের রিসার্চ এসোসিয়েট ড. শোহেই নমুরা। উপাচার্য এ সময় ড. ইউকিও তেরাও-কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট উপহার দেন।

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব পাবলিক পলিসি'র অধ্যাপক ড. জন ভং গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইউনিভার্সিটি কুয়ালালামপুর-এর বিজনেস স্কুলের গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. চে মুসা চে ওমর গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাস ভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য কর্তৃক শীতবস্ত্র বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অসহায়, দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

এ সময় রোভার স্কাউট গ্রুপ সম্পাদক ও প্রধান রোভার স্কাউট লিডার অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব, রোভার স্কাউট লিডার জনাব মাহমুদুর রহমান ও ড. ফাতিমা আক্তার, সিনিয়র রোভার মেট মোস্তাফিজুর রহমানসহ সকল স্তরের রোভাররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি এন্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. সুনিও নাকাজিমা'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন এবং ঢাকাবাসী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে 'সিঙ্গার পৌষ সংক্রান্তি উৎসব ১৪২২' উপলক্ষ্যে গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়।

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ও মাস্টার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জেনে মিডিয়ার মাধ্যমে তা যথাযথভাবে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপনের জন্য টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে গেছেন। শিক্ষার্থীদের তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তিনি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মনজুর কাদের (বাবুল আখতার) স্মারক বক্তৃতা

বাবুল আখতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ "শব্দ সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. মনজুর কাদের (বাবুল আখতার) স্মারক বক্তৃতা ২০১৬" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি কোষাধ্যক্ষ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. মনজুর কাদের (বাবুল আখতার) ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আখতার হুসাইন। "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং শব্দ সৈনিক বাবুল আখতার" শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. মনজুর কাদের (বাবুল আখতার) ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা মাসুদ কাদের মনা, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক "শব্দ সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. মনজুর কাদের (বাবুল আখতার)-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শব্দ সৈনিক হিসাবে তাঁর যে অবদান, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র যে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান রেখেছে এবং এর সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিল, তা আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে। উপাচার্য আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ আমাদের চালিকা শক্তি, তাঁর আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানের জন্য স্মারক বক্তা শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলমকে উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

স্মারক বক্তা আশরাফুল আলম বলেন, বাবুল আখতার ছিলেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি ছিলেন বহুমুখী গুণাবলীর অধিকারী। আশরাফুল আলম তাঁর ভাষণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন। এছাড়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অনুষ্ঠানমালা প্রচার হয়েছিল তাও তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মুক্তিপাগল সমস্ত বাঙালীর হৃদপিণ্ড, আর সেই হৃদপিণ্ডেরই একটি অংশ ছিল বাবুল আখতার।

উল্লেখ্য, এ. বি. এম. মনজুর কাদের (বাবুল আখতার) ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিংবদন্তী সংবাদ পাঠক হিসেবে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় সংবাদপাঠক ছিলেন। ১৪ জানুয়ারী ২০০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ডিউক অব এডিনবরা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৩ শিক্ষার্থী

সহশিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের ১৩জন শিক্ষার্থী "দ্যা ডিউক অব এডিনবরা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড" লাভ করেছেন। এর মধ্যে ১জন গোল্ড, ৫জন সিলভার এবং ৭জন ব্রোঞ্জ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। ঢাবি ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দ্যা ডিউক অব এডিনবরা ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, জাতীয় পরিচালক অধ্যাপক ড. কে এম শরিফুল হুদা, নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দেশাত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্বের নানা প্রান্তে ধর্মের নামে হত্যা, নির্যাতন ও হানাহানি চলছে। ধর্মের এই অপব্যবহার রোধে শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতেও তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে তিনি একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গোল্ড এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন- শুচিতা নাসরীন জান্নাত (উদ্ভিদবিজ্ঞান)। সিলভার এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মৌসুমী পাল, ফাতেমা-তুজ-জোহরা, মো: তৌহিদুজ্জামান তরুণ (মার্কেটিং), নাজমী আমির (অর্থনীতি) এবং শিফাত হোসেন সংগীত (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা)। ব্রোঞ্জ এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন- এস এম রাবেয়া জাহান কলি, জেরিন মমতাজ চৌধুরী (মার্কেটিং), নাহিয়ান আজাদ শশী (অর্থনীতি), সুমাইয়া বিনতে কাশেম (মনোবিজ্ঞান), তাহসিনা আকবর, শিফাত আনোয়ার টুম্পা এবং সাদিয়া আফরীন চৌধুরী (উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ)।

দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং আরকাডিস-এর যৌথ উদ্যোগে "Emissions from Brick Kilns" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ মোকাররম হোসেন খোন্দকার বিজ্ঞান ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মো: মোবারক হোসেন, রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ড. এলেন কনোর্টন এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি ক্যাথেরিন সিগ্রেভস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। কর্মশালা আয়োজক কমিটির কো-চেয়ার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আরকাডিস, ইউএসএ'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ওজিস জুজেউইচ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ইটভাঁটি থেকে নির্গত দূষিত কালোধোঁয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ইট উৎপাদন শিল্প থেকে নির্গত কালোধোঁয়া আমাদের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই পরিবেশ তথা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আমাদের ইটের বিকল্প খুঁজতে হবে। তিনি কর্মশালা আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং আরকাডিস কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার জনগণ ও গণমাধ্যমের সার্বিক সহযোগিতার কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশের শতাধিক গবেষক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

'রাশিদা মহিউদ্দিন স্বর্ণপদক' প্রবর্তন

রাশিদা মহিউদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে 'রাশিদা মহিউদ্দিন স্বর্ণপদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়াত রাশিদা মহিউদ্দিনের ভাই রেজাউল করিম ৮ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'রাশিদা মহিউদ্দিন স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে। তিনি প্রয়াত রাশিদা মহিউদ্দিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত রাশিদা মহিউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক সম্মান শ্রেণির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি দেশে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫